সমকাল

তারিখ 07 JUN 2015
পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৩

বাজেটে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ পর্যাপ্ত নয়

নাহিদ

■ সমকাল প্রতিবেদক

২০১৫-১৬ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে শিক্ষার জন্য বরাদ্দ পর্যাপ্ত নয় বলে মন্তব্য করেছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। তিনি বলেন, শিক্ষা খাতের জন্য ঘোষিত বাজেট পর্যাপ্ত নয়। এ বাজেটে শিক্ষার লক্ষ্য পূরণ হবে না, বরাদ্দ আরও বাড়ানো দরকার।

গতকাল শনিবার রাজধানীর জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমিতে (নায়েম) 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির সুনির্দিষ্ট নীতিমালা' বিষয়ক সেমিনারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। শিক্ষামন্ত্রী বলেন: নতুন প্রজন্মকে আধুনিক ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তির সুনির্দিষ্ট নীতিমালা করা হচ্ছে। ২০৩০ সালের মধ্যে আমাদের এ লক্ষ্য অর্জন করতে হবে। এর সঙ্গে সম্পৃক্ত সবাইকে দক্ষতা বাড়াতে হবে। শিক্ষার উন্নয়নে প্রয়োজনে সবাইকে আগের চেয়ে আরও বেশি কাজ করতে হবে। ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৫

বাজেটে শিক্ষা

[১৯ পৃষ্ঠার পর]

'সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম' (সেসিপ) আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শিক্ষা সচিব নজরুল ইসলাম খান। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) মহাপরিচালক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, শিক্ষার মান বৃদ্ধিতে আমাদের যেমন মানসম্মত শিক্ষকের প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন বাজেটে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি। তিনি বলেন, এবারের বাজেটে শিক্ষার দুই মন্ত্রণালয়ের মোট বরাদ্দ গত বছরের তুলনায় বেশি হলেও শতকরা হারে তা কম। গত বছর দুই মন্ত্রণালয় মিলে বাজেটের ১১ ভাগ বরাদ্দ দেওয়া হলেও এবার দেওয়া হয়েছে ১০ দশমিক ৭ ভাগ। মন্ত্রী বলেন, শিক্ষার মান বাড়াতে হলে শিক্ষকের মান বাড়াতে হবে। সেই সঙ্গে মানসম্মত শিক্ষকদের শিক্ষকতা পেশায় ধরে রাখতে সম্মানজনক বেতন-ভাতা দিতে হবে। সে জন্যই প্রয়োজন বাজেটে শিক্ষা খাতের বরাদ্দ আরও বৃদ্ধি করা। তিনি বলেন, শিক্ষার মান বৃদ্ধিতে এ খাতে বরাদ্দ আরও বাড়াতে তার মন্ত্রণালয় সরকারের কাছে দাবি ও চাপ দুই-ই অব্যাহত রেখেছে।

নাহিদ বলেন, আজকের এ সেমিনারে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে যদি 'শিক্ষা' প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির সুনির্দিষ্ট নীতিমালার উল্লেখিত প্রস্তাবগুলো চূড়ান্ত করে একটা পর্যায়ে পৌঁছানো যায়, তাহলে অনেক সমস্যারই সমাধান হবে।

অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণীতে অনলাইনে ও এসএমএস পদ্ধতিতে ভর্তি প্রক্রিয়ার উদ্বোধন করেন। এ সময় মন্ত্রী বলেন, আগামী বছর থেকে এসএমএস পদ্ধতি তুলে দিয়ে শুধু অনলাইনে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা হবে। কারণ অনলাইনে আবেদন করলে এক আবেদনেই পছন্দের ৫টি কলেজের নাম অ্যাড্ড করে মাত্র ১৫০ টাকা ফি জমা দিলেই হয়। কিন্তু সেখানে এসএমএস পদ্ধতিতে আবেদন করলে ৫টি কলেজের জন্য পৃথকভাবে ১২০ টাকা করে মোট ৬০০ টাকা ফি জমা দিতে হয়। শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের অর্থ সাশ্রয়ের জন্যই আগামী বছর থেকে এসএমএস পদ্ধতি বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।